মূল্য, বিনিময় মূল্য, টাকাপয়সা ও দাম এলো কোথা থেকে

আসুন শুরুতে কল্পনা করি যে, **সংগ্রহ** এবং **শিকার** নির্ভর ৮ জন নারী ও পুরুষের একটি **আদিম মাতৃকেন্দ্রিক কৌমসমাজ** বাস করতো এক জঙ্গলে হ্রদের পাশে পাহাড়ের গুহায়। এই **কৌমসমাজ** স্বতোজাত ছিল, কিন্তু স্বাভাবিক ছিল না, কারণ তারা তখন **প্রণালীবদ্ধ সামাজিক শ্রমবিভাগ** শিখে নিয়েছিল: **অ**, **আ**, **ই** এবং **ঈ** যেত সংগ্রহে, আর **এ**, **ঐ**, **ও** এবং **ঔ** যেত শিকারে - অতীতের এই দৃশ্যে আমাদের আজকের অনুমানে ধরুন দৈনিক ৪ ঘন্টা করে, কেননা তাদের ঘড়ির ধারণা ছিল না, কিন্তু তারা সময় ঠিক করতে পারতো আকাশে সূর্যের গতিবিধি ও অবস্থান লক্ষ করে। তাদের অবশ্য কারুর আদেশে কাজ করতে হোত না, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিত যৌথভাবে, অর্থাৎ, বলতে গেলে, সরাসরি গণতান্ত্রিকভাবে, যদিও অবশ্য সচেতনভাবে নয়। এখন নীচের ছকটি দেখা যাক:

৮ জন মানুষের কৌমসমাজ							
সংগ্রহ (আম)				শিকার (বুনো হাঁস)			
সদস্য	ঘরে আনল	ব্যক্তিগত শ্রম (ঘন্টায়)	সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম (ঘন্টায়)	সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম (ঘন্টায়)	ব্যক্তিগত শ্রম (ঘন্টায়)	ঘরে আনল	সদস্য
অ ⇢	১০	৪	২	২	৪	১	⇠ **এ**
আ ⇢	১৫	৪	৩	৬	৪	৩	⇠ **ঐ**
ই ⇢	২০	৪	৪	৮	৪	৪	⇠ **ও**
ঈ ⇢	৩৫	৪	৭	০	৪	০	⇠ **ঔ**
চারজনে➤	**৮০**	**১৬**	**১৬**	**১৬**	**১৬**	**৮**	**◄চারজনে**

সংগ্রহ ও শিকারের কাজ শেষ, এবার ভোগ-বন্টন। সেখানে 'ব্যক্তিগত শ্রম' এবং 'সামাজিক শ্রম' বিচ্ছিন্ন ছিল না, কারণ **শ্রম**[১] - মানুষদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রকৃতিজাত জিনিসপত্রকে নিজেদের ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন ও উপযোগী করে নেওয়ার উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া বিশেষ - ছিল **সরাসরি সামাজিক** । এই আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা **কাজ এবং ভোগ করত সামাজিকভাবে**। তারা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে যাকিছু জুটিয়ে আনত সেসবের ভোগদখলে ভাগ বসাত সমতার ভিত্তিতেই। অতীতের এই দৃশ্যে, আজকের সমাজের পরস্পরকে পর হিসাবে দেখার দৃষ্টিকোন থেকে বলা যেতে পারে, তারা ওসব ভাগ করে নিত সমানভাবে - প্রত্যেকে ১০ টি করে আম ও ১ টি করে হাঁস।

প্রাচীন যুগে প্রবেশের পরই কেবল সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলি উন্নত হয়ে উঠল সেই পর্যায়ে যেখানে আদিম সাম্যবাদী কৌমসমাজগুলির সমবেত যৌথ উৎপাদকরা **উদ্বৃত্ত উৎপন্ন** রূপে **উদ্বৃত্ত শ্রম** উৎপাদন করতে সক্ষম হয়ে উঠল এবং **ধনসামগ্রী পুঞ্জীভূত** করতে শুরু করল তার আদিম রূপে, আর মাঝে-মাঝে প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তাদের সীমান্তবর্তী স্থানে চালু করল **প্রত্যক্ষদ্রব্য-বিনিময়** । এই **উৎপাদন, পুঞ্জীভবন, ভোগদখল, এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিনিময়** উপযোগী উৎপন্ন দ্রব্যকে বদলে ফেলল **সরল পণ্য রূপে** এবং ঘটনাক্রমে তা থেকে জন্ম নিল **অর্থ** আমাদের **টাকাপয়সা** । উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত সাম্যবাদী সব সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নতির আধার থেকে রূপান্তরিত হল তাদের পায়ের বেড়িতে এবং ফলস্বরূপ এক *নতুন* **উন্নততর অথচ শোষণমূলক প্রভূ- দাস শ্রেণীভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্ক** দিয়ে অবসান হল তার, যার দ্বারা উৎপাদকরা উৎপাদনের উপকরণ এবং ভোগের জিনিসপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সেসবের সঙ্গে নিজেরাও হয়ে পড়ল প্রভূশ্রেণীর **ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি** বা অ্যারিষ্টটলের কথায় - **'সরব হাতিয়ার'** ("talking tool") বিশেষ। (অ্যারিষ্টটল উৎপাদনের উপাদানগুলিকে ভাগ করে ছিলেন - 'নীরব' ("mute"), 'আধা-নীরব' ("semi-mute") এবং 'সরব' হাতিয়ার হিসেবে।)

[১] ' প্রথমত, শ্রম হল এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ে অংশগ্রহণ করে এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃতি ও তার নিজের মধ্যে বৈষয়িক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলির সূচনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।' (মার্কস, *ক্যাপিটাল*, খন্ড -১, মস্কো, পৃ-১৭৩)

[২] মার্কস দেখিয়েছেন:

‘মূলগতভাবে, আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠীগুলির ভিতরে দ্রব্য-বিনিময়ের বিবর্তন হয়নি, এর বিবর্তন শুরু হয় গোষ্ঠীগুলির সীমান্তে, অল্প কিছু কিছু স্থানে যেখানে তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসত। এইসব স্থানেই শুরু হয়েছিল দ্রব্য-বিনিময় এবং তারপর ক্রমশ প্রবেশ করেছিল গোষ্ঠীর ভিতরে, জাহির করেছিল তার

সমাজকে খন্ড খন্ড করার ক্ষমতা। বিশেষ বিশেষ সব ব্যবহারিক মূল্য, যা কিনা বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের ফলে হয়ে উঠল পণ্য, যথা, দাস-দাসী, গবাদি পশু, ধাতু, প্রচলিত ব্যবহারে গোষ্ঠীগুলির ভিতরে প্রাথমিক টাকা হিসাবেও কাজ করতে থাকল।’ (*এ কনট্রিবিউশন টু দী ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি*, মস্কো, পৃ-৫০)
‘যাযাবর জাতিগুলিই সর্বপ্রথম অর্থ-রূপের বিকাশ ঘটায়, কারণ তাদের সমস্ত পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীই অস্থাবর বস্তু নিয়ে গঠিত, সতরাং সরাসরি হস্তান্তরযোগ্য, এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরনই এমন যে তারা অবিরত অন্যান্য পরদেশী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং তার ফলে দ্রব্য-বিনিময়ের আবশ্যকতা দেখা দেয়।’ (ক্যা*পিটাল*, মস্কো, পৃ-৯২)
এবং, ‘সুসংহত প্রাচীন কালে ক্যাপিটাল-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব ভাষাতাত্ত্বিক কথা বলেন’ তাঁদের ভুল দেখিয়ে দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, ‘ক্যাপিটাল কথাটি যদি সেই সুসংহত প্রাচীন কালে প্রযোজ্য হত - যদিও শব্দটি বস্তুতপক্ষেপ্রাচীন মানুষদের ভিতরে উদিত হয়নি - তবে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক তৃণাঞ্চলে পশুপাল সহ যাযাবর দলগুলিই হত বৃহত্তম সব ক্যাপিটালিস্ট, কেননা ক্যাপিটাল শব্দটির আদি অর্থ ক্যাট্‌ল’ (*প্রী-ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিক ফরমেশনস*, পৃ-১১৯)
‘যদিও আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত দেখতে পাই অনেক ভোর ভোর সেই চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে ভূমধ্যসাগরের কোন কোন শহরে, পুঁজিবাদী যুগ শুরু হয় ষোড়শ শতক থেকে। যেখানেই এর আবির্ভাব হয়েছে, সেখানেই অনেক আগেই ঘটে গেছে ভূদাস প্রথার বিলোপ, এবংমধ্য যুগের চরম উন্নতি, সার্বভৌম সব শহরের অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই ক্ষয় পেতে শুরু করেছে।’ (ক্যা*পিটাল*, মস্কো, পৃ-৬৬৯)

সুতরাং লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মানুষদের আবির্ভাবের পর থেকে তাদের অস্তিত্বের (সাম্প্রতিকতম তথ্য অনুসারে প্রায় ১লক্ষ৯৫ হাজর বছর) প্রথম ৯৫ শতাংশ কাল কেটেছে আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে। আর তার বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্যে সাম্প্রতিক মাত্র ৫ শতাংশ সময়ে *সামাজিক শ্রমবিভাগের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্ক মিলিত হয়ে* জন্ম দিয়েছে *প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়* এবং *বিনিময় প্রথার*, অর্থাৎ দ্রব্য এবং সেবাকে বদলে দিয়েছে প্রথমে *সরল পণ্য*, এবং পরে *পণ্য* রূপে। এই প্রক্রিয়ায় *বাজার ব্যবস্থা* তার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সহ বিবর্তনের পথে প্রসব করেছে *মূল্য* ও *বিনিময় মূল্যের* ধারণা।

প্রত্যক্ষদ্রব্য-বিনিময়ে কিম্বা বিনিময়ে সামাজিক শ্রম সমান হয় সামাজিক শ্রমের সঙ্গে।

অতএব, ৮০ টি আম = ৮ টি হাঁস

সুতরাং, ১০ টি আম = ১ টি হাঁস

অর্থনৈতিক বিনিময় একটি ক্ষণস্থায়ী ঐতিহাসিক ঘটনা, যার উদ্ভব এবং সমাজের ভিতরে তার কর্ষিকাসমূহের বিস্তার ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০ - ৫০০০ বছর সময়কালে। এবং এই প্রথা ঘটনাক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে

পুঁজিবাদে এসে যেখানে উৎপাদক যে কেবল উৎপাদনের উপকরণ এবং ভোগের জিনিসপত্র থেকে আলাদা হয়ে গেছে তাই নয়, সে আলাদা হয়ে গেছে তার *শ্রমশক্তি* (কাজ করবার ক্ষমতা, অর্থাৎ, সচেতন ও অভিষ্ট লক্ষ্যে চালিত মানবিক ক্রিয়াকলাপ) থেকেও - এসবই রূপান্তরিত হয়েছে পণ্যে,আর পণ্য-সম্পর্ক গ্রাস করেছে আমাদের প্রজাতি-জীবনের প্রায় সমস্ত এলাকাকেই।

বিনিময় মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়

শ্রম (মানব কর্মশক্তির ব্যবহার- মানসিক এবং স্নায়ু ও পেশী শক্তি অথবা, অন্য কথায়, *শ্রমশক্তি ব্যয় করার প্রক্রিয়া*) পণ্য উৎপাদনের পরিস্থিতিতে হয় *মূল্য*। *মূল্য* কোন পণ্যের শারীরিক বা রাসায়নিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের ভিতরে দেখবার মতো কোন জিনিস নয় - *মূল্য একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য, একটি সামাজিক সম্পর্ক* হিসাবে যা নিজেকে প্রকাশ করে শুধু *বিনিময়ে*।
সে নিজেকে জাহির করে:
আদাম স্মিথ কথিত *‘অদৃশ্য হাত’*,
অথবা,
কার্ল মার্কস বর্ণিত *‘মূল্যের নিয়ম’* হিসাবে,
এবং কাজ করে চলে:
‘উৎপাদকদের পিছন থেকে’ (মার্কস, *ক্যাপিটাল*, খন্ড-১, মস্কো, পৃ-৫২)
‘পরোক্ষধাঁচায়’ (মার্কস, *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*, পিকিং, পৃ-১৫)
‘একটি ঘুরপাক খাওয়া পথে’ (এঙ্গেলস, *এ্যান্টি-ডুরিং*, মস্কো, পৃ-৩৬৫, ৩৬৭)

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে আদাম স্মিথ *মূল্যের নিয়মের* সম্পূর্ণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে না পারলেও তাঁর *ওয়েল্‌থ অব নেশনস্* বইয়ে *মূল্যের শ্রম তত্ত্ব* ব্যাখ্যায় তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র উৎপাদিত হয় শ্রম দিয়ে - ‘প্রতিটি দেশের বাৎসরিক শ্রম হল সেই ফান্ড যা তাকে যোগায় তার বাৎসরিক ভোগের সামগ্রী - জীবনের প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণ করতে যাকিছু লাগে সবই,’ অর্থাৎ, তিনি চললেন *মূল্যের শ্রম তত্ত্ব*

ব্যাখ্যা করতে: ‘সকল পণ্যের বিনিময়যোগ্য মূল্যের বাস্তব পরিমাপ হল শ্রম।’ (বই-১, অধ্যায়-৫)

এমনকি উৎপাদন প্রণালীর ভিতরে মজুররা যে মূল্য যোগ করে তা থেকেই যে মুনাফা পাওয়া যায় তাও তিনি চিনতে পেরেছিলেন:
‘বিশেষ কিছু ব্যক্তির হাতে তহবিল জমলে পর, তাদের মধ্যে কিছু লোক স্বাভাবিকভাবেই তা বিনিয়োগ করবে পরিশ্রমী মানুষদের কাজে নিয়োগ করতে, যাদের তারা যোগাবে উপকরণ এবং ভরণপোষণ, উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা - তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রয়ের দ্বারা, অর্থাৎ উপাদানসমূহের মূল্যের সঙ্গে তারা যে মূল্য যোগ করে তার দ্বারা ... উপকরণের সঙ্গে শ্রমিক যে মূল্য যোগ করে ... তা বিভক্ত হয় ... দুটি অংশে, যার একটিতে মেটানো হয় তাদের মজুরি, আর অন্যটি হয় যাবতীয় উপকরণ এবং মজুরি বাবদ তাদের নিয়োগকর্তার অগ্রীম বিনিয়োগ করা সমগ্র তহবিলের উপর মুনাফা।’ (বই-১, অধ্যায়-৬)

আদাম স্মিথের মূল্যের শ্রম তত্ত্বকে আরও উন্নত করেন ডেভিড রিকার্ডো, এবং পুঁজিবাদের প্রথম দিকের সমালোচকরা একে প্রয়াগ করেছিলেন এই যুক্তি দিতে যে পুঁজিপতিরা শোষক, তারা শ্রমিকদের লুন্ঠন করে তাদের শ্রমের উৎপন্নের একাংশ থেকে। কার্ল মার্কস মূল্যের এই শ্রম তত্ত্বকে গ্রহণ করেন এবং পুঁজিবাদের বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে আরও বিকশিত করেন দেখিয়ে দিতে যে পুঁজিপতিদের মুনাফা লাভের ধান্ধা আসলে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সর্বাধিক মাত্রায় বেতনহীন শ্রম শোষণের প্রচেষ্টা।

যাঁরা বলেন আদাম স্মিথের মতে সরকারগুলির উচিত পুঁজিপতিদের অবাধে মুনাফার ধান্ধা চালাতে দেওয়া, কেননা, ‘*অদৃশ্য হাত*’দ্বারা চালিত এই ধান্ধা ‘জনসাধারণের মঙ্গল’("public good") বাড়িয়ে চলে, আর সেটাই হচ্ছে ‘অর্থনৈতিক সংগঠনের একমাত্র সচল দৃষ্টান্ত’(The *Times*, London, 7 February, 2005), তাঁদের বলি, পুঁজিপতিদের মুনাফার ধান্ধা চালাতে দিয়ে ‘জনসাধারণের মঙ্গল’("public good") এগিয়ে নেওয়া যায় বলে আদাম স্মিথের মতের প্রকৃত তাৎপর্য হল বিদ্যমান ধনসামগ্রীর সমষ্টির বৃদ্ধি। মার্কস তা অস্বীকার করলেন না, কিন্তু যুক্তি তুললেন যে পুঁজিবাদের অধীনে এই বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে বিভক্ত হয় অসমভাবে, ধনসামগ্রীর আসল

ধনসামগ্রীর আসল উৎপাদকদের মজুরি বৃদ্ধির (যদি তা হয়ও) সমষ্টির তুলনায় বর্দ্ধিত ধনসামগ্রীর বেশি বেশি অংশ চলে যায় পুঁজিপতিদের পুঞ্জীভূত পুঁজির সমষ্টিতে। আর আপনাদের পছন্দ হলে বলি, স্মিথ কথিত ঐ ‘*অদৃশ্য হাত*’ (অথবা মার্কস বর্ণিত *মূল্যের নিয়ম*’) আসলে কাজ করেছে সার্বজনীন মালিকানা ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার বস্তুগত ভিত্তি স্থাপন করতে। এ হচ্ছে পুঁজিবাদের অধীনে গড়া উন্নত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ব্যবহার সকলের সুবিধার জন্য নিশ্চিত করার পক্ষে‘একমাত্র সচল দৃষ্টান্ত’।

আদাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং পুঁজিবাদের অন্যসব সমালোচক কিন্তু মুনাফার উৎস যে বেতনহীন শ্রম শোষণ সেই প্রক্রিয়ার ভিতরকার রহস্য ভাঙ্গতে পারেননি , কারণ তাঁরা শ্রম আর শ্রমশক্তির তত্ত্বগত পার্থক্য ধরতে পারেননি। সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বগত কাজ সম্পন্ন করেছেন কার্ল মার্কস তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা প্রয়োগ করে, তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রমিকশ্রেণী মজুরি বা বেতন বাবদ যা পায় তা হল তাদের শ্রমশক্তির বিনিময় মূল্য অর্থাৎ দাম, আর মালিকশ্রেণী সেই দাম দিয়ে যা পায় তা হল শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম যা তারা ব্যবহার করে আর সব পণ্যের মতোই সর্বাধিক উপযোগ পেতে। রহস্যের ভাঙ্গানিটা এই যে শ্রমশক্তির বিনিময় মূল্য অর্থাৎ দাম বা মজুরি বা বেতন হল একটি কাজের দিনের শ্রমের প্রতিটি মুহূর্তের একটি অংশ বিশেষ, কারণ মজুরদের মজুরি তাদের মোট উৎপাদনের মূল্য দিয়ে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তাদের **ভরণপোষণের ন্যূনতম প্রয়োজন** দিয়ে। তাই তিনি এর নাম দিলেন **প্রয়োজনীয় শ্রম**। অপর অংশটি হল **বাড়তি শ্রম** বা বেতনহীন শ্রম অর্থাৎ **বাড়তি মূল্য** - যা ভাগাভাগি হয় মালিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে - সুদ, খাজনা, কর, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা, দান-খয়রাত ইত্যাদিতে।

পণ্য এবং অর্থ, অর্থাৎ টাকাপয়সা

.....